দৈনিক সংবাদ

JUN. 27 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৫ ... কলাম ... ৩ ...

শিক্ষক চোর?

না, কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকা চোর নন। তবে, তারা স্কুল বা কলেজে মাসিক বেতন গ্রহণ করে থাকেন শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে। টাকা-পয়সা বা বেতন বা অন্য কোন ধরনের অর্থ গ্রহণ করাটা কোন শিক্ষকের উচিত না। করারও কথা নয়। তবু করতে হয়। কেন?

শিক্ষা প্রদান করার কথা যাদের তারা বাধ্য হয়েই প্রতি মাসের প্রায় পনেরটা দিন ক্লাসে রসিদ বই 'কাটেন' এবং কার্ডে (শিক্ষার্থীদের) মাস, টাকার অঙ্ক, তারিখ, সই ইত্যাদি করে থাকেন। না করলে, যে পেশায় তারা নিয়োজিত সে পেশা আর থাকবে না। এ অবস্থা সৃষ্টি করে থাকে স্কুল ও কলেজগুলোর 'গভর্নিং বডি' আর এ অলিখিত আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা কোন স্কুল বা কলেজ প্রধানেরও নেই।

আমি একেবারে এমনটি চাইছি না যে, দু'একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা শিক্ষার্থীর টাকা 'মেরে' দেন না। তবে, যেখানে ৫০ লাখ টাকার কথা ওঠে এবং সে অর্থ কোন স্কুল বা কলেজের শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্যে বাস বা গাড়ি কেনার জন্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে তা কোনমতেই কোন শিক্ষক 'মেরে' দিতে পারেন না। দুঃখজনক হলেও একথা সত্যি যে, প্রায় সবক'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন না কোনভাবে অর্থের ব্যবহার ঠিকভাবে হয় না। খেলাধুলার অর্থ, পাঠাগারের অর্থ এমনকি 'ল্যাব'-এর জন্য যে অর্থ নেয়া হয় প্রতি বছর তা শুধু নেয়ার জন্য নেয়া হয়। আসলে ওই সব স্কুল বা কলেজে কোন মাঠ, পাঠাগার বা ল্যাব বলতে কিছুই থাকে না। নেইও। অথচ প্রতি বছর প্রচুর টাকা নেয়া হয় শিক্ষার্থী বা অভিভাবকদের কাছ থেকে; কিন্তু এজন্য শিক্ষক বা শিক্ষিকারাই দায়ী হন। কেন?

শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে এ সব জানে না— তাও বিশ্বাস করা কঠিন। কারণ; জেনেও না জানার 'ভান' করলে কারই বা কি করার থাকতে পারে? কোন অভিযোগ নিয়ে রাস্তায় যখন 'জাতীয় মেরুদণ্ড' বের হন যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তখন তা ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দেয়ার জন্য পুলিশের লাঠি কাজে লাগান হয়। গত সরকার কথা দিয়েছিলেন এমনটি করা হবে না; কিন্তু বাস্তবে তা করা হয়েছে। বর্তমান সরকার কথা দিয়েছিলেন ১০০% বেতন দেবার কিন্তু আজও তা পূরণ করা হয়নি।

অন্যদিকে, বিরাট অঙ্কের অর্থ কোথায় যাচ্ছে, কি হচ্ছে, কেন হচ্ছে দেখবার সময় কারও নেই। প্রতি বছর কেবল পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন করা হচ্ছে প্রচুর টাকা খরচ করে। যা আসে সাধারণ মানুষের কাছ থেকেই। সাধারন মানুষের ক্ষমতা কতটুকু সবারই জানা। শিক্ষক-শিক্ষিকারা কত অসহায় বোঝার সময় এসেছে। শুভবুদ্ধি উদয় হোক— সেই কামনায়।

মুজিবুল হক
সোবহানবাগ
ঢাকা।